সংবাদ

তারিখ 24 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাওর অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা

জামালগঞ্জে বর্ষায় শিক্ষার ভরসা ভাসমান শিক্ষাতরি

আকবর হোসেন, জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ)

'আমার দুই পোয়া এক মাইয়া, আমাদের গেরামে ইস্কুল না থাকায় পোলাপানরে পরাইতে পারি নাই, এবার মাইয়াডারে বেরাকের (ব্র্যাকের) গাংয়ের (নদীতে) মাইধে যে ইস্কুল দিছে ইভার পাডাই।' অনেকটা আক্ষেপ করে কথাগুলো বলছিলেন উপজেলার বেহেলী ইউনিয়নের হাওর পাড়ের গ্রাম রহমতপুরের জেলেপত্নী কুলছুমা বেগম। জামালগঞ্জের হাওর পাড়ের প্রত্যেকটি গ্রামের শিক্ষার একই চিত্র। বর্ষার ৬ মাস পানিবন্দী থাকে গ্রামগুলো, রাস্তাঘাট থাকে ডুবন্ত, আশপাশের কয়েক গ্রামে স্কুল না থাকায় এমনকি নৌকার অভাবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না তাদের অভিভাবকরা। হাওর অঞ্চলের ঝরে পড়া শিশুদের কথা চিন্তা করে ব্র্যাক ২০১১ সালে প্রথম তিনটি গ্রামে ভাসমান শিক্ষাতরি চালু করে। এমনকি শিক্ষা উপকরণ ফ্রি করায় দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় আরও বেশি আগ্রহী হয়েছে বলে জানান রহমতপুরের ভাসমান শিক্ষাতরির শিক্ষিকা বিভা রানী। ভাসমান তরির শিক্ষাকার্যক্রম ৩০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে। প্রত্যেকটি হাওর পাড়ের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কথা চিন্তা করে ব্র্যাক ইতোমধ্যে জামালগঞ্জের জন্য আরও ৯টি ও দিরাই, শাল্লা, মার্কুলির জন্য আরও ১০টি ভাসমান শিক্ষাতরি নির্মাণ শেষ করে। আরও ১৯টি ভাসমান শিক্ষাতরির নির্মাণ কাজ চলমান। উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ৪ টিতে কাজ শুরু করেছে ব্র্যাক ভাসমান শিক্ষাতরি সদরের শান্তিপুর, আলীপুর, সাচনা বাজারের চানপুর, কুকড়াপশী, বেহেলীর রহমতপুর, বাগানী, রাধানগর, ইসলামপুরসহ, ফেনারবাকের কয়েকটি গ্রামে। ভাসমান শিক্ষাতরির কার্যক্রম জামালগঞ্জসহ, দিরাই, শাল্লা, সামারচর, মার্কুলি হাওর অঞ্চলগুলোর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সেবা প্রদান করে আসছে বলে জানান জামালগঞ্জ শাখা ব্যবস্থাপক দেবেশ রঞ্জন তরফদার ও জালাল উদ্দিন। হাওর পাড়ের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ঝরে পড়া শিশুদের জন্য এ কার্যক্রমকে স্বাগত ও এর ধারাবাহিকতা যেন অব্যাহত থাকে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপজেলার জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। হাওর এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাপক (দিরাই জোন) মো. জাহাঙ্গীর আলম জানালেন, আমরা প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় যেখানে ৬ মাস মানুষ পানিবন্দী থাকে আশপাশের গ্রামে স্কুল নেই সেখানে আমরা ভাসমান শিক্ষাতরি চালু করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে হাওর এলাকায় আরও ৪০০ ভাসমান স্কুলের পরিকল্পনা আছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৌরভ পাল মিঠুন বলেন, এ অঞ্চলের মানুষ ৬ মাস পানিবন্দী থাকে। ছেলেমেয়েরা স্কুল দূরে থাকায় যেতে পারে না। ব্র্যাকের ভাসমান শিক্ষাতরি থাকায় ঝরে পড়া শিশুরা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।